মুজিবনগরে কৃষি জমিতে পুকুর খনন ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের কবর স্থানের পূর্ব পাশে কৃষি জমিতে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে জমির রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে পুকুর খনন করায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অনিমেষ বিশ্বাস।

শনিবার সকালে এই ভ্রাম্মমান আদালত পরিচালিত হয়। এ সময় মাটি খনন করায় পুরুন্দরপুর গ্রামের আব্দুর রশিদ এবং গোপালনগর গ্রামের সউবর আলী কে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯/৮৯ ধারা মোতাবেক অবৈধভাবে কৃষি জমিতে মাটি উত্তোলন করায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং মাটি উত্তোলন বন্ধ করা হয়।

মেহেরপুরে সুখসাগর পেঁয়াজ চাষে অসুখী চাষিরা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সুখ সাগর নামক পিঁয়াজের চাষ হচ্ছে প্রায় ২০ বছর ধরে। এই সুখ সাগরই অনেক চাষীকে সুখের মুখ দেখিয়েছে। অনেক দিনমজুরও এই চাষ করে হয়েছেন লাখপতি। এবছর পেঁয়াজের বাম্পার ফলন হলেও চাষীদের মুখে হাসি নেই। উঠছে না উৎপাদন খরচও।

কৃষি বিভাগ বলছে এই মৌসুমে এলসির মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ না হলে চাষিরা মারাত্মক লোকসানের মুখে পড়বে। এ বছর জেলাতে প্রায় ২ হাজার ৮ শ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ৭৭ হাজার মেট্রিক টন।

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর ও বিশ্বনাথপুর গ্রামের শতকরা ৯০ জন কৃষকই সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ করেন। এই দুই গ্রামের চাষিদের সফলতা দেখে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভবানীপুর, নাজিরাকোনা,

সোনাপুর, মাঝপাড়া, আনন্দবাস, জয়পুর ও তারনগর গ্রামেও এই পেঁয়াজের চাষ ছড়িয়ে পড়েছে। সদর উপজেলাতে সুখ সাগরের কিছু চাষ হলেও মুজিবনগরে শতভাগ এই জাতের পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে গত ২০ বছর ধরে। পেঁয়াজের মৌসুমে গ্রামের মাঠে গেলে চোখে পড়বে মাঠের পর মাঠ শুধু পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ। যার কোন জমি নেই সেও অন্যের জমি লিজ নিয়ে পেঁয়াজের চাষ করেন। পেঁয়াজ ৩ মাসের ফসল। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মার্চের মধ্যেই চাষটি শেষ হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে না পড়লে এবং বাজার দর ভাল থাকলে উৎপাদন খরচ বাদে বিঘা প্রতি ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ হয়।

সরেজমিন মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর, ভবানীপুর, বিশ্বনাথপুর গ্রাম ঘুরে জানা গেছে, এ বছর পেঁয়াজ চাষের খরচ হয়েছে বিঘা প্রতি ৮৫ থেকে ৯০ হাজার টাকা পর্যন্ত। উৎপাদন হবে বিঘা প্রতি ১২০ থেকে ১৩০ মণ হারে। বর্তমান বাজারে এই পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে প্রতিমণ সাড়ে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা দরে। সেই হিসেবে বিঘাপ্রতি লোকসান গুনতে হচ্ছে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় লোকসান করেই বেঁচে দিতে হচ্ছে চাষীদের পেঁয়াজ।

শিবপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষি হাবিবুর রহমান ৮ বিঘা জমিতে এবার পেঁয়াজ চাষ করেছেন । বাজারে পেঁয়াজের দাম কম হওয়ায় ভীষণ হতাশ। তিনি বলেন বর্তমানে তেল, সার, বীজসহ উৎপাদনের সাথে যুক্ত সকল কিছুর দাম বেশি, অথচ বিক্রয় মূল্য কম হওয়ায় চাষ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বিঘা প্রতি ৮৫ থেকে ৯০ হাজার টাকা খরচ করে বিক্রয় হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকায়।

ভবানীপুরের সোমারুল ৭ বিঘা জমিতে চাষ করেছেন। তিনি বলেন, আমি ১৫ বছর যাবৎ পেঁয়াজ চাষ করি। এই চাষটি অনেকটা জুয়া খেলার মতো ১ বছরে দাম পাই তো আরেক বছরে পাইনা। গত তিন বছর ধরে পেঁয়াজে লোকসান গুনতে হচ্ছে। সামনে হয়তো আর পেঁয়াজ চাষ করতে পারবো না।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শঙ্কর কুমার মজুমদার বলেন, এবছর পেঁয়াজের ফলন ভালো হবে। বর্তমানে বাজার দর কম হওয়ায় চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ মৌসুমে এলসির মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রাখলে চাষিরা উপকৃত হবেন।

দামুড়হুদায় বোয়ালমারী গ্রামে কৃষকের গোয়াল ঘরে অগ্নিকাণ্ডে গরু ছাগল ভস্মীভূত

দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ইউনিয়নের বোয়ালমারী পশ্চিম পাড়ার কৃষক আলালের ছেলে জহিরুলের বাড়ির গোয়াল ঘরে আগুন লেগে তিনটি গরু ও দু’টি ছাগলের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আগুন নেভানোর আগেই গরু ও ছাগলগুলো মারা যায়। পরে মেহেরপুরের ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রে নেবার আগেই সব পড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদার বোয়ালমারীর কৃষক জহিরুল ইসলাম মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে প্রতিদিনের ন্যায় গোয়াল ঘরের ভিতরে মশার কয়েল জ্বালান এবং মাঝে মাঝে পোয়াল দিয়ে ধুমা দেন। ধারণা করা হচ্ছে এ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুন লেগে তিনটি জার্সি গরু, দু’টি ছাগলসহ গোয়ালঘরটিও পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

সবমিলে অন্তত ৩ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিওতে ঋণ রয়েছে। জহিরুল বলেন, কৃষি জমি চাষাবাদ করে ৬ সদস্যের পরিবার নিয়ে অভাবের সংসার আমার। গরু ও ছাগলগুলো মারা যাওয়ায় আমি একদম নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

সকালে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং নগদ অর্থ জহিরুলের হাতে তুলে দেন।

এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা বলেন কৃষক জহিরুলের গরুগুলো পুড়ে মারায় বড় ক্ষতি হয়ে গেল। এ অবস্থায় তার সহযোগিতা প্রয়োজন। আমার অফিস বরাবর একটি লিখিত দরখাস্ত করার জন্য বলা হয়। আমার অফিসের পক্ষে থেকে সার্বিক সহযোগিতা করবো।

আলমডাঙ্গায় দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন

‘স্মার্ট লাইভস্টক, স্মার্ট বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আলমডাঙ্গা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উদ্যোগে দিনব্যাপী সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী- ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২৬ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দফতর ও ভেটেনারি হাসপাতালে এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বিকেল ৩ টায় সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) সহযোগীতায় ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দফতর ও ভেটেনারি হাসপাতালের বাস্তবায়নে প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদের সভাপতিত্বে বিকেল ৩ টায় প্রাণীসম্পদ প্রদর্শনী -২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাণীসম্পদ প্রদর্শনী-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক লিঠু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি, থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম, বীরমুক্তিযোদ্ধা জকু, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পিন্টু, প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. বাইজিদ খন্দকার।

প্রদর্শনীতে ৫০টি ষ্টলে ৭০ জন খামারি গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগিসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও প্রাণীর প্রদর্শনসহ প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক বিক্রেতা এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন

দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক বিক্রেতা এসোসিয়েশন বার্ষিক সম্মেলন ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুর ২টার সময় ডিসি ইকোপার্কে চড়ুইভাতি চত্বরে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর। এসময় তিনি বলেন বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, এদেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধিতে কৃষি বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়তে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার একটি কৃষি বান্ধব সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে কৃষকের মাঝে ন্যায্য মূল্যে কৃষকের কাছে সার পৌঁছে দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন পূরণে অগ্রনী ভূমিকায় রয়েছেন আপনাদের মতো বালাইনাশক খুচরা বিক্রেতা।বর্তমানে দামুড়হুদা উপজেলায় বালাই নাশক খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে প্রতি বছরে বিনা সুদে বাকিতে প্রায় সরকারি মূল্যে দেড়শো কোটি টাকার উন্নত মানের বীজ,সার ও কীটনাশক সরবারহ করে থাকি।

দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক বিক্রেতা এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক সম্মেলনে চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা’র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা ভাইস

চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দামুড়হুদা উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনিরের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আ: করিম,কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী,নাটুদাহ ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম,হাউলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক এসোসিয়েশন সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক মিনহাজ উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাংবাদিক বৃন্দ ও দামুড়হুদা উপজেলার বালাই নাশক ব্যাবসায়িক বৃন্দ।

দামুড়হুদা নতিপোতায় কৃষি মেলার উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতায় কৃষি মেলার শুভ উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১টার সময় প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে নতিপোতা হাই স্কুল চত্বরে এই কৃষি মেলার উদ্বোধন করা হয় এবং বিকাল ৪টার সময় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব স্থানীয় সরকার পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আরাফাত রহমান। বিকালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাস চন্দ্র সাহা উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা।

প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বেলাল হোসেন এর সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম প্রমুখ।

দামুড়হুদা উপজেলা সার বীজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা সার বীজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১২টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এই সার বীজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতেই সার বীজ মনিটরিং কমিটির পক্ষ থেকে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতাকে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা বেগম, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম, বিএডিসি সভাপতি নজরুল ইসলাম, বিসিআইসি ডিলার সাইফুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, ইয়াসিন আলী, মনিরুল হক, হাবিব, আনোয়ার, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

দামুড়হুদায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন দামুহুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির। এ সময় তিনি বলেন উপজেলায় আউশধান রোপনের জন্য ৩৮শত জন কৃষকের মাঝে প্রণোদনা দেওয়া হবে। বিঘা প্রতি আউশের ব্রীধান-৪৮ জাতের বীজ ৫ কেজি, ডিএপি সার ১০ কেজি এবং এমওপি সার ১০ কেজি করে দেওয়া হবে।

আউশের মৌসুমে সকল ইট ভাটায় পতিত জমিতে যদি এই ধান উৎপাদন করা হয় তাহলে উপজেলায় আরো বেশি ধান উৎপাদন হবে। উপজেলায় পাট চাষীদের জন্য ৭ হজার ৬শত ৬০ জনকে বিঘা প্রতি ১ কেজি করে পাটের বীজ দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদে তালিকা তৈরি হবে, ওই তালিকায় যেন প্রকৃত কৃষকদের নাম থাকে সে ব্যাপারে উপজেলার সহকারি কৃষি কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা বেগম, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার, উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, বিএডিসি সভাপতি নজরুল ইসলাম, বিসিআইসি ডিলার সাইফুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, ইয়াসিন আলী, মনিরুল হক, হাবিব, আনোয়ার, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনীতে মাঠ থেকে কৃষকের স্যালো মেশিন চুরি

গাংনী উপজেলার বানিয়া পুকুর গ্রামের মাঠ থেকে শহিদুল ইসলাম নামের এক কৃষকের স্যালো মেশিন চুরি হয়েছে। গতকাল রবিবার দিনগত রাতে স্যালো মেশিন চুরির ঘটনা ঘটে।

এবিষয়ে সোমবার বিকেলে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী ওই কৃষক।

কৃষক শহিদুল ইসলাম জানায়্, তার গ্রামের মাঠে বোরো ধানের জমিতে সেচ দিয়ে সন্ধায় মেশিনটি পলেথিন কাগজ দিয়ে জড়িয়ে ঢেকে রেখে আসি। সোমবার সকালে স্যালো মেশিনের কাছে গিয়ে দেখি মেশিনটি নেই। পরে বিকেলে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ জানিয়ে এসেছি। বোরো মৌসুমের শুরুতে স্যালোমেশিন চুরি হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষক শহিদুল ইসলান।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, কৃষকের স্যালোমেশিন চুরির বিষয়ে জানতে পেরেছি। ঘটনার সাথে জড়িতদের খুজে বের করার চেস্টা অব্যাহত রয়েছে।

দামুড়হুদায় রপ্তানীযোগ্য আম উৎপাদন বিষয়ক সেমিনারে অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী

বড়ুয়া

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় বিষমুক্ত রপ্তানীযোগ্য নিরাপদ আম উৎপাদনের লক্ষে আম ব্যবসায়ীদের সাথে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, সাতক্ষীরাসহ বেশ কয়েকটি জেলার আম ব্যবসায়ীসহ কৃষি কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলার ইব্রাহিমপুরস্থ মেহেরুন্নেসা পার্কে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকার আয়োজনে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস।

প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া তিনি বলেন, আমাদের দেশের আমের কোয়ালিটি ভাল। তিনি আম ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আপনারা আরও একটু যত্নবান হয়ে রফতানিযোগ্য নিরাপদ আম উৎপাদন করবেন। দেখবেন বাংলাদেশের আম অচিরেই বিশ্ব বাজার দখল করে নিয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো: মনিরুজ্জামানের সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. হামিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (সরেজমিন উইং) তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান।

বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাবুল কুমার সরকার, যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক আবু হোসেন, গাজীপুর আম উৎপাদন প্রকল্পের উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: শরফ উদ্দীন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা।

উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শষ্য) তালহা জুবায়ের মাশরুর, দর্শনা উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের অতিরিক্ত উপপরিচালক রফিকুল ইসলাম, যশোর টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার মাসুম আব্দুল্লাহ, মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসার আলমগীর হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অভিজিত কুমার বিশ্বাস।

আম চাষিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আম উৎপাদনকারী কৃষক মোহাম্মদ সফি মল্লিক, দামুড়হুদা উপজেলা আম ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাজি মোহা: ফারুক সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দিন।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জালাল উদ্দীন, সোহরাব হোসেন, মামুন অর রশিদ, সাইফুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, সাইদুর রহমান, লিপ্টন বাদশা, নাজনিন সুলতানা, আজহারুল ইসলাম, বজলুর রহমান প্রমূখ।